১৯-০৬-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা প্রকৃত রুহানী ব্রাহ্মণ নতুন দুনিয়ার স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত, তোমাদের নিজের অশ্ব অর্থাৎ শরীর এই যজ্ঞে স্বাহা করতে হবে"

প্রশ্ন:- অবস্থা স্থায়ী বা একরস বা অচল করার সাধন কি ?

উত্তর :- অবস্থা স্থায়ী তখন হবে যখন নিরন্তর যোগে থাকবে। যোগ খন্ডিত হয় তখন যখন কারো প্রতি মমত্ব থাকে তাই নষ্টমোহ হও। বুদ্ধিকে পবিত্র করো। জ্ঞানের ধারণাও পবিত্র বুদ্ধিতেই হয় সেইজন্য বুদ্ধি রূপী পাত্রটি স্বচ্ছ রাখবে আর বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকবে ।

গীত :- এই বসন্ত, এই বসন্তেই হল সময় এই দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার ....

ওম্ শান্তি।. নিরাকার শিব ভগবানুবাচ। আকার ও সাকারকে ভগবান বলা হবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এই সঙ্গমে বসে আছি। বাবা বুঝিয়েছেন - এই সময় তোমাদের দৈবী সম্প্রদায় বলা যাবেনা। এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ-ও এইসময় হয় দুই প্রকারের। এখন এই হল প্রকৃত ব্রাহ্মণের কুল। ঐ ব্রাহ্মনজন এই কথা জানেনা যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ-ও হয়। তাই তাদেরও পরিচয় দিতে হয়। যদি কেউ আসে তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়। সেই ব্রাহ্মণদের ভিন্ন প্রকার আছে। এখানে তোমরা হলে একমাত্র ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মার সন্তান তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। বিকার গ্রস্ত হতে পারো না। ছোট বড় সবাই ব্রাহ্মণ। তবে তারা হল দৈহিক ব্রাহ্মণ। তোমরা হলে প্রকৃত রুহানী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। তোমরা জানো আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সন্তান। পরম পিতা পরমাত্মা নিজের নাতি নাতনীদের পড়ান নিজের পুত্র দ্বারা। পুত্র হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যদিও শাস্ত্রে দক্ষ প্রজাপিতার নামও আছে। দক্ষ নামে কেউ নেই। এনার নামই দক্ষ প্রজাপিতা রাখা হয়েছে। শাস্ত্রে লেখা আছে অশ্ব বা ঘোড়া দিয়ে যজ্ঞ করা হত। এখন অশ্ব হলে তোমরা। তারা তো বসে কাহিনী লিখেছে। যথার্থ অর্থ বুঝতে পারেনা। কিছু শব্দ তো এসেছে। যেমন নাটক তৈরি হয়। ঝাঁসি-র রানী নাম আছে কিন্তু সেই অ্যাক্টর তো আর রিয়্যাল নয়। আর্টিফিসিয়াল । নিজেদের লোকজনকে সৈন্য বাহিনী সাজিয়ে নাটক তৈরি করে। যা কিছু অতীতে হয়ে গেছে সেসবই আবার নতুন এক্টর দিয়ে পার্ট প্লে করানো হয়। তোমরা তো পার্ট শিখে নিয়েছ। অটোমেটিক্যালি আত্মায় যা পার্ট ভরা আছে সেই অনুযায়ী প্লে হচ্ছে। তোমরা নিজেদের পার্ট বুঝেছ। এই হল ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী। এমন নয় , রচনা -ই নেই, তাদের নতুনে পরিণত করা হয়। এইসব বুঝতে হবে। মানুষ ভাবে মহা প্রলয় হয়ে হয়েছে, তারপরে অশ্বত্থ পাতায় সাগরে শিশুর আগমন হয়েছে। এমন তো হতে পারেনা। তবুও , বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন তো সর্ব প্রথম শিশু গর্ভ মহলে আসে।সে যেন ক্ষীর সাগরে আছে। এখানে হল গর্ভ জেল , বিষয় সাগর। অনেক দন্ড ভোগ করে। এইসব বাবা বসে বোঝান। এর নাম হল সহজ রাজ যোগ। তোমরা হলে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা। তোমরা পুরুষার্থ করে রাজার রাজা হবে। লক্ষ্মী নারায়ণও তাঁরা ই হবেন। তাঁদের ৮৪ জন্ম এখন পূর্ণ হয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন কল্প পূর্বে তোমরাই ছিলে। যখন কেউ আসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন - এর আগে কখনও দেখা হয়েছে ? বলে - হ্যাঁ বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে দেখা হয়েছিল। কল্প-কল্প , কল্পের সঙ্গম যুগে দেখা হয়েছে। দেখা হবে। কোনো শেষ

নেই। এই হল তৈরি করা ড্রামা। বাবা বলেন আমায় পতিত থেকে পবিত্র করতে আসতে হয়। মধ্য কালে আমার আসার কোনো প্রয়োজন নেই। আমার নাম হল পতিত-পাবন। বলা হয় আবার এসে ভারতকে বা সৃষ্টিকে পবিত্র করুন। সৃষ্টির আদি কালে ভারতে দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিল। বহু বহু বছর পূর্বে ..... বলা হয় তাইনা । কিন্তু কবে ? সেসব বুঝতে পারেনা। পুরানতম মানুষ হলেন দেবী-দেবতা। স্বর্গের জিনিস মহল ইত্যাদি দেখানো হয় তাইনা। পুরানতম ছিলেন দেবী-দেবতা, তাঁদের সোনা, হীরে, জহরাতের মহল ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। এর চেয়ে পুরানো কিছু হয়না। পুরানতম লক্ষ্মী-নারায়ণও নন, রাধে-কৃষ্ণ হলেন পুরানতম। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূর্বে রাধে-কৃষ্ণ হয় কিনা। কৃষ্ণ হলেন স্বর্গের প্রথম সন্তান। আত্মাও পবিত্র, শরীরও পবিত্র এক নম্বর। মুখ্য প্রিন্স-প্রিন্সেস কিনা। বাবা বলেন আমি এক পথিক বা যাত্রী। কোথাকার যাত্রী ? তোমরা জানো পরম ধাম বা নির্বাণ ধামের যাত্রী। যাত্রী তো আত্মা-ই হয়।

আমি আত্মা হলাম এভার পিওর (সদা পবিত্র) । তোমরা হলে আমার সজনী। তোমরা শ্যাম বর্ণ হয়েছ। এখন আমি তোমাদের আত্মাকে গৌর বর্ণে পরিণত করি। খাদ বের করি। একজন যাত্রী তোমাদের সবাইকে সুন্দর করেন। তিনি হলেন অতিপ্রিয় যাত্রী । স্বর্গে তো ন্যাচারাল শোভা থাকে। দেবতারা কত সুন্দর হয়। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ তোমাদের পুরানো শরীর আছে। তোমরা সুন্দর থেকে শ্যাম বর্ণ হও , আমি যাত্রী তোমাদের গৌর বর্ণে পরিণত করি। আমি এই পুরানো শ্যাম বর্ণ সজনীর মধ্যে প্রবেশ করি। এনার মধ্যে এসে এনাকে এবং তোমাদের সবাইকে গৌর বর্ণ করি। একজন যাত্রী বা পথিক এসে কতজনকে সুন্দর করেন। যাত্রী বা পথিক শব্দ টির অর্থ তোমরা বোঝো। যখন তোমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে তখনই তোমরা সুন্দর হবে। আত্মারা তোমাদের ভিতরে খাদ পড়েছে তাতেই তোমরা শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছ। এবারে এই খাদ বেরোবে কিভাবে ? আমার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে। সেই যোগ অগ্নি দ্বারা খাদ ভস্ম হয়ে যাবে। যথার্থ কথা তোমরা বুঝেছ। বাবা তোমাদের অনেক বোঝান কিন্তু তোমরা ভুলে যাও কারণ যোগ ঠিক নেই। নষ্ট মোহ হও নি। বাবা তো হলেন এভার পিওর অথবা পবিত্রতার সাগর। তোমরা জানো আমরা আত্মারাই আয়রন এজেড হই তখন নকল গহনা (পাঁচ তত্বের দেহ) প্রাপ্ত হয় তাই প্রথমে আত্মার খাদ বের করা উচিত। বাবাকে স্মরণ করো। একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। শিববাবা বলেন আমি তো হলাম এভার পিওর (সদা পবিত্র) । আমি না থাকলে তোমাদের পিওর বা পবিত্র কে করবে ? নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। আমাদের আত্মায় ৮৪ জন্মের খাদ পড়েছে। এখন আমরা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে পবিত্র হব। কোনো রূপ বিকার থাকবেনা। যদি কোনো বিকার রয়ে যায় তবে দন্ড ভোগ করতে হবে। তাই নিরন্তর পুরুষার্থ করে , পরিশ্রম করে এমন অবস্থা হোক যে কখনও মায়ার ঝড় চঞ্চল করতে পারবেনা। অচল ঘর হও। আত্মা যে এই দেহের মধ্যে অবস্থিত আছে সে বাবার স্মরণে পরিপক্ক অবস্থায় পৌঁছে পরে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে। কোনো বিকর্ম হবেনা। আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পরিশ্রম তো আছে তাইনা। পরম পিতা পরমাত্মারও পার্ট আছে। আমরা ওঁনাকেই স্মরণ করি। তিনি কিভাবে এসে পড়ান। সেসব তো প্রাক্টিক্যালে হবে তাই না ! ভগবান পড়িয়ে ছিলেন ৫ হাজার বছর পূর্বে। যথাযথভাবে প্রাচীন ভারতকে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেছেন। বাচ্চারা জানে এই হল সেই প্রাচীন রাজ যোগ। বাবা বলেন আমায় স্মরণ কর স্মরনেই পরিশ্রম আছে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। বাবা আদেশ করেন আমায় স্মরণ কর। কিন্তু মায়া আদেশ অনুসারে চলতে দেয়না। বিঘ্ন বাধা সৃষ্টি করে। বাবা বলেন আমায় স্মরণ করলে তোমরা আমার মতন পবিত্র হবে এবং নলেজফুল, ব্লিসফুল হয়ে যাও। তোমরা ব্লিস (কল্যাণ) করছ। তোমাদের

এখানে তিন পায়ের সমান পৃথিবী প্রাপ্ত হয়না এবং বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী প্রদান করেন তাই সবাই বাবাকে স্মরণ করে। বাণী থেকে ঊর্ধ্বে যাওয়ার জন্যে মানুষ বানপ্রস্থে যায় অর্থাৎ মুক্তিধামে যেতে চায়। মুক্তি জীবনমুক্তি তো বাবা ব্যতীত কেউ দিতে পারেনা। বাবার দ্বারা তোমরা প্রথমে শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও। কষ্টের কোনো কথা নেই, উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো। তোমরা বুঝেছ যে স্মরণ করলেই গৌর বর্ণে পরিণত হওয়া যাবে। তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। পবিত্র পিতা এসে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করতে থাকতে হবে। মানুষ অসুস্থ হলে বলা হয় অমুক কে স্মরণ কর। কিন্তু অত সহজে কি আর স্মৃতি টিকবে। এর জন্যে খুব প্র্যাক্টিস চাই , তবে অন্ত সময়ে যেমন হবে মতি, সেই মতন হবে গতি । তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কর্মাতীত হতে হবে। যোগের দ্বারা বিকর্ম গুলি ভস্ম করলে দন্ড ভোগ করবেনা। যোগ যুক্ত না থাকলে দন্ড ভোগ করে মুক্তি ধাম যাবে , এতেই নম্বর অনুযায়ী হয়। অতএব গৌর বর্ণের যাত্রী হলেন একমাত্র বাবা। যাত্রী তো সব আত্মারা-ই। কত দূর থেকে আসে পার্ট প্লে করতে। যেমন ঐ এক্টর নিজের ঘর থেকে আসে পার্ট করতে। এইটি রাবণের দেশ তাইনা। রাবণ পতিত করেছে। আমি পতিতদের পবিত্র করে সঙ্গে নিয়ে যাব। কোনো গুরুর অসংখ্য ফলোয়ার্স হয়। কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে নিয়ে যান না এবং নিজেও যান না। পথই জানে না। জ্যোতি জ্যোতিতে বিলীন হয়না। আত্মা হল অবিনাশী। খন্ড খন্ড হয়না। দেহের মৃত্যু হয়, দহন হয়। আত্মঘাতীও হয়। একে অপরের সঙ্গে কিছু ঘটলে, বা আশা পূরণ না হলে একত্রে ডুবে মরে, তাদেরই জীব-ঘাতী বা আত্মঘাতী মহাপাপী বলা হয়। আত্মঘাতী নয়, দেহের বিনাশ হয়। সুতরাং বাবাকে যত স্মরণ করবে ততই ধারণা হবে। কেউ যতই ভালো মুরলি পড়ুক, মায়া এমন যে এক চড়েই শেষ করে দেয়। তাদের বক্সিং চলতে থাকে। এ হল যুদ্ধ-স্থল, যুদ্ধের ময়দান। শাস্ত্রে তো কত কি বসে দেখানো হয়েছে, রাত-দিনের তফাৎ। এই সময়ের জন্যে বলা হয় এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়েছে। দেবী-দেবতা ধর্ম লুপ্ত হয়েছে। জড় চিত্র গুলি রয়ে গেছে। তোমরা শিব মন্দিরে গিয়ে বলবে এই হল শিববাবার মন্দির। ব্রহ্মার মন্দিরে গিয়ে বলবে এই মন্দিরটি দাদা-র। এই হল জগৎ অম্বার মন্দির। নীচে রাজ যোগের তপস্যা করছে , উপরে বৈকুন্ঠের স্মরণিকা। নাহলে দেখানো হবে কিভাবে। কেউ মরলে বলা হয় বৈকুন্ঠে গেছে। তাই তারা বৈকুন্ঠ উপরে তৈরি করেছে। স্মরণিকা, ড্রামা অনুযায়ী একেবারে সম্পূর্ণ। বাবা ও মাম্মা - কামধেনু বসে আছে। তারা গরু ভেবেছে। গরু নিয়ে তো ফকিররা বের হয়। তাহলে এ হল কামধেনু ও কপিল মুনি । কপিল মুনির কাছে কামধেনু ছিল। কাহিনী তো অনেক আছে।

শিববাবা বলেন - আমি হলাম যাত্রী। ব্রহ্মা (দাদা) এমন কথা বলবেন না। শিববাবা বলেন আমি যাত্রী এভার পিওর। এই হল অপবিত্র বিকারী দুনিয়া। ঐ হল নির্বিকারী দুনিয়া। এইসব হল নির্ধারিত ড্রামা। বাবা বসে বোঝান। দুনিয়ায় কেউ জানেনা। আত্মারা হল নিরাকারী দুনিয়ার নিবাসী। এখানে আসে পার্ট প্লে করতে। কর্মক্ষেত্র কিনা। পরম ধামকে কর্মক্ষেত্র বলা হবেনা। একেই নাটক বলা হয়। ভারত হীরে তুল্য ও কড়ি তুল্য হয়। ভারতেরই বর্ণ হয়। ব্রাহ্মণ বর্ণ, দেবতা বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য, শুদ্র বর্ণ..... এই বর্ণে ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়। সব ধর্মে ৮৪ জন্ম হয়না। বাবা কত কথা মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা জানে কল্প কল্প পড়েছি। পুরুষার্থ অনুসারে ট্রান্সফার হব। যেমন স্কুলে ট্রান্সফার হয় তাইনা। তোমরাও নম্বর অনুসারে গিয়ে রাজত্ব কর। শুধু বাবার আপন হয়ে বাবাকে স্মরণ কর। বাবাকে তো ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করো। তা নাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে কিভাবে। ক্ষণে ক্ষণে নিজের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমরা আত্মারা হলাম ইম্মর্টাল

অর্থাৎ অবিনাশী। বাবা আদেশ করেছেন আমায় স্মরণ কর তবে বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবেনা। পদ মর্যাদাও উঁচু প্রাপ্ত হবেনা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্মের খাদ ভস্ম করে গৌর বর্ণ হতে হবে। পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্রতার সৌভাগ্য দান করতে হবে।

২) নিজেকে এমন অচলঘর (Home of stability) স্বরূপে স্থির করতে হবে যে কোনও রকম বিকর্ম যেন না হয়। স্মরণের পরিশ্রম দ্বারা নিজের অবস্থা পরিপক্ক করতে হবে।

বরদান :- স্নেহের জাদু দিয়ে নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বাঁধতে পারে এমন শ্রেষ্ঠ জাদুগর ভব

ব্যাখা: বাবার চেয়েও বড় জাদুগর হলে তোমরা বাচ্চারা। এমন স্নেহের জাদু আছে তোমাদের কাছে যে নির্বন্ধনকেও বন্ধনে বেঁধে নাও। বাবাও বাচ্চাদের ছাড়া কিছুই ভাবেন না। নিরন্তর বাচ্চাদেরকেই স্মরণ করেন। কতবার তো বাবাকে ভোজন করতে বসে আহবান কর, একসাথে খাও, চলো, শোও তখনো বাবা সঙ্গে থাকেন। কোনো কর্ম করার সময় বলো এই কাজটি আপনার, আপনি করান আমরা নিমিত্ত রূপে হাত চালাই। তারপর কর্মের বোঝা সেটিও বাবাকে দিয়ে দাও, তাহলে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ জাদুকর তাইনা।

স্লোগান - নিজের স্ব স্থিতির শক্তি দ্বারা পরিস্থিতিকে পরিবর্তনকারী কখনো চিন্তিত হতে পারেনা ।